بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৫ই এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় চলমান বিশ্বপরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দোয়াই পরিত্রাণের মাধ্যম উল্লেখ করে কুরআন, হাদীস ও মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন দোয়া পাঠ করেন এবং দোয়া গৃহীত হবার জন্য দরূদ শরীফ পাঠের গুরুত্ব বর্ণনা করেন। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে উল্লেখ করে এর কুফল থেকে মানবজাতির রক্ষার জন্য জামা'তের সদস্যদের প্রতি দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) সূরা নমলের ৬৩ নাম্বার আয়াত পাঠ করেন,

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

অর্থাৎ, অথবা তিনি কে, যিনি ব্যাকুলচিত্তের ব্যক্তির দোয়া শোনেন যখন সে তাঁর সমীপে দোয়া করে ও (তার) কষ্ট দূর করে দেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করে দেন? আল্লাহ্‌র সাথে কি অন্য (কোনো) উপাস্য আছে? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, গত খুতবায় আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতির আলোকে দোয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছিলাম যে, **'দোয়া কীভাবে করা উচিত এবং এর প্রজ্ঞা ও দর্শন কী? আজও দোয়া সম্পর্কেই আলোচনা করা হবে।'**

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি ব্যাকুলতায় নিমগ্ন ব্যক্তির দোয়া বেশি শুনে থাকি। তবে ব্যাকুলতার অর্থ কেবলমাত্র উদ্বিগ্নতাই নয় বরং এমন ব্যক্তি যার সমস্ত রাস্তা বা উপায়-উপকরণ বন্ধ হয়ে গেছে, আল্লাহ্ ছাড়া তার আর কোনো গতি নাই। কাজেই, আমরা যখন দোয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হই তখন আমাদের মাঝে এমন অবস্থা বিরাজ করা উচিত। আর এ দোয়া করা উচিত যে, **'হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই আর আমরা তোমার ওপরই নির্ভর করি, ভরসা করি তাই তোমার কাছেই সাহায্য চাইতে এসেছি'।**

কাজেই, নিজেদের দোয়ার মাঝে আমাদেরকে এই বেদনাঘন পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত; নতুবা এসব দোয়া এবং যিকরে এলাহী শুধুমাত্র বুলিসর্বস্ব হলে তাতে কোনো লাভ নেই। একদা এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, **"আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি স্মরণ করো আর যিকর এর উপমাটিকে এভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করো, অর্থাৎ কারও শত্রু যদি এত দ্রুত তার পশ্চাদ্ধাবন করে আর সেই ব্যক্তি ছুটে গিয়ে একটি নিরাপদ দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং শত্রুদের হাতে ধরা পরা থেকে রক্ষা পায়। একইভাবে মানুষ (খোদার স্মরণের মাধ্যমে) শয়তানের (খপ্পর) থেকে রক্ষা পেতে পারে, নতুবা আর কোনো উপায় নেই।"**

অতএব, জামা'তী বা ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের বিশেষভাবে এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা ব্যতীত আর কেউ নেই যিনি আমাদের বিপদসঙ্কুল অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দিতে পারেন। হুযূর (আই.) উদাহরণস্বরূপ **পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশের আহমদীদের কথা উল্লেখ করেন**।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ব্যাকুলতায় নিমগ্ন ব্যক্তির জন্য একটি বিশেষ কথা বলেছেন যে, **"আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পরিচয় জানার জন্য একটি বিশেষ চিহ্নের কথা উল্লেখ করেছেন যে, আমি ব্যাকুলতায় নিমগ্ন ব্যক্তিদের দোয়া শুনে থাকি।"** কাজেই, আমাদের সবাইকে নিজ নিজ দোয়ায় এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে এবং দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে আর আত্মবিগলন সৃষ্টি করতে

হবে। তবেই আমাদের দোয়া খোদার দরবারে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করবে। আর এ দোয়াই মুসলিম উম্মার মাঝে বিবদমান বিরোধ ও দুরাবস্থা দূর করতে সক্ষম হবে।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, **'আমাদের ওপর আপতিত বিপদসমূহ ও যা আপতিত হবে– অর্থাৎ সকল বিপদাপদ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য কুরআন, সুন্নত ও মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শেখানো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দোয়া আমাদের বেশি বেশি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করা উচিত।'**

হুযূর (আই.) বলেন, **"এখন আমি কুরআন, হাদীস ও মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় দোয়া পাঠ করব। এসব দোয়া শুনে কেবলমাত্র আমীন বলাই যথেষ্ট নয় বরং এর প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করা ও ব্যাকুলতার সাথে পাঠ করা উচিত। পাশাপাশি নিজের মাতৃভাষায়ও দোয়া অব্যাহত রাখা উচিত।"** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **"মাতৃভাষায়ও দোয়া করো, যাতে তোমাদের মাঝে গভীর ব্যাকুলতার অবস্থা সৃষ্টি হয়, (এবং) হৃদয় এটি উপলব্ধি করে।"**

যিকরে এলাহী বা আল্লাহ্‌র স্মরণকারীদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, **"যারা যিকরে এলাহী করে এবং যারা যিকরে এলাহী করে না তাদের উপমা জীবিত ও মৃতসদৃশ।"** অতএব, আমাদেরকে সেসব জীবিতদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত, যারা যিকরে এলাহী বা খোদার স্মরণে নিজেদের জিহ্বাকে সিক্ত রাখে।

এরপর হুযূর (আই.) কুরআনের বিভিন্ন দোয়ার উল্লেখ করেন। তিনি সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহার উল্লেখ করে বলেন, **'নামায ছাড়াও অন্যান্য সময়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে থাকা উচিত'**। এরপর তিনি সূরা ফাতিহার বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, **'মনোযোগ ও নিষ্ঠার সাথে পাঠ করলে এটি হৃদয়কে পবিত্র করে আর অন্ধকারের সকল পর্দা দূর করে এবং বক্ষকে প্রশস্ত করে। আর সত্যসন্ধানীকে এক খোদার দিকে আকর্ষণ করে এমনসব নূর ও নিদর্শনের বাস্তবায়নস্থল বানায় যা এক খোদার নৈকট্যপ্রাপ্তদের মাঝে থাকা উচিত।'**

এরপর হুযূর (আই.) একাধারে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত দোয়াগুলো পাঠ করেন:

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(বাংলা উচ্চারণ: রাব্বানা আতিনা ফিদ্ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতাও ওয়াকিনা আযাবান্ নার) অর্থাৎ, **হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেও কল্যাণ দান করো এবং পরকালেও কল্যাণ দান করো। আর আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো।** (সূরা আল্ বাকারা: ২০২)

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

(বাংলা উচ্চারণ: রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাও ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরীন।) অর্থাৎ, **হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ধৈর্যশক্তি দাও, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় করো এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।** (সূরা আল্ বাকারা: ২৫১)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ*

(বাংলা উচ্চারণ: রাব্বানা লা তুয়াখিযনা ইন্ নাসিনা আও আখত্বা'না। রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু আলাল্লাযিনা মিন কাবলিনা। রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা লা ত্বায়াকাতা লানা বিহ্। ওয়া'ফু আন্না, ওয়াগফির লানা, ওয়ারহামনা, আনতা মাওলানা ফানসুরনা আলাল

কওমিল কাফিরীন।) অর্থাৎ, **হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই অথবা আমাদের দ্বারা কোনো অপরাধ হয়ে যায় তাহলে আমাদের পাকড়াও কোরো না। আর হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের ওপর এমন বোঝা অর্পণ কোরো না যেমনটি আমাদের পূর্বের লোকদের ওপর তাদের পাপের কারণে তুমি অর্পণ করেছিলে। আর হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের ওপর এমন কোনো বোঝা চাপিও না যা আমাদের সাধ্যাতীত। আর আমাদের (অপরাধ) উপেক্ষা করো এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও আর আমাদের প্রতি কৃপা করো। তুমিই আমাদের তত্ত্বাবধায়ক। অতএব, কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।** (সূরা আল্ বাকারা: ২৮৭)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

(বাংলা উচ্চারণ: রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল্ ওয়াহ্হাব।) অর্থাৎ, **হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং নিজ সন্নিধান হতে আমাদের প্রতি কৃপা করো। নিশ্চয় তুমি অসীম দাতা।** (সূরা আলে ইমরান: ০৯)

এরপর হুযূর (আই.) মহানবী (সা.)-এর মুখনিঃসৃত কিছু দোয়ার উল্লেখ করেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে নামাযে যাচনা করার জন্য যে দোয়াটি শিখিয়েছিলেন তা হলো,

اللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَمْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসিরান ওয়া লাম ইয়াগফিরুয্ যুনুবা ইল্লা আনতা। ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা। ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রহীম।) অর্থাৎ, **হে আমার আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি আমার প্রাণের ওপর অনেক বেশি অবিচার করেছি এবং তুমি ব্যতিরেকে পাপ ক্ষমা করার কেউ নেই। অতএব, তুমি তোমার পক্ষ হতে আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি দয়া করো। নিশ্চয়ই তুমিই পরম ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী।** (বুখারী, কিতাবুল আযান)

আরেকটি রেওয়ায়েতে এসেছে, যখন কোনো ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতেন তখন মহানবী (সা.) তাকে এই দোয়া শেখাতেন,

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

(বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়া আ'ফিনী ওয়ারযুকনী।) অর্থাৎ, **হে আমার আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার প্রতি দয়া করো, আর আমাকে সুপথে পরিচালিত করো, আমাকে সুস্থ রাখো এবং আমাকে রিযিক প্রদান করো।** (মুসলিম, কিতাবুয যিকর)

মহানবী (সা.) যখন কোনো বিষয়ে বিচলিত হতেন তখন এই দোয়া পাঠ করতেন,

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

(বাংলা উচ্চারণ: ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়ুমু বিরাহমাতিকা আসতাগীস।) অর্থাৎ, **হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী খোদা! তোমার রহমতের দোহাই দিয়ে তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি।** (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুদ দা'ওয়াত)

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া মহানবী (সা.) আমাদেরকে শিখিয়েছেন।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا، وَفِي بَصَرِي نُوْرًا، وَفِي سَمْعِي نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِي نُوْرًا، وَعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا، وَفَوْقِي نُوْرًا، وَتَحْتِي نُوْرًا، وَأَمَامِيْ نُوْرًا، وَخَلْفِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا

(বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজআল ফি কালবী নূরান, ওয়া ফি বাসারী নূরান, ওয়া ফি সাময়ী' নূরান, ওয়া আন ইয়ামীনী নূরান, ওয়া আন ইয়াসারী নূরান, ওয়া ফাওকী নূরান, ওয়া তাহ্তী নূরান, ওয়া আমামী নূরান, ওয়া খাল্ফী নূরান, ওয়াজ আল্লী নূরান।) অর্থাৎ, **হে আমার আল্লাহ্! আমার অন্তর জ্যোতিতে ভরে দাও। আমার চক্ষুদ্বয়ে জ্যোতি দান করো। আমার কানে জ্যোতি দান করো। আমার ডানেও জ্যোতি দান করো আর আমার বামেও জ্যোতি দান করো। আমার ওপরেও জ্যোতি দান করো আর আমার নিচেও জ্যোতি দান করো। আমার সামনেও জ্যোতি দান করো আর আমার পেছনেও জ্যোতি দান করো। আর আমাকে তোমার জ্যোতিতে জ্যোতির্মণ্ডিত করে দাও।**

এমন আরও অনেক দোয়া হুযূর (আই.) পাঠ করে শোনান। এছাড়া মহানবী (সা.) শেষ যুগে খ্রিষ্টান দাজ্জালের নৈরাজ্য থেকে বাঁচার জন্যও দোয়া করতেন।

মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে রীতিমতো দোয়া শেখাতেন। কোনো এক বৈঠকে তিনি অনেক দোয়ার উল্লেখ করেন তখন একজন সাহাবী বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এত দোয়া আমরা কীভাবে মনে রাখবো। তখন তিনি (সা.) বলেন, **আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি দোয়া বাতলে দিবো যা আমার সকল দোয়ার সমন্বিত রূপ?** এরপর তিনি (সা.) বলেন, **তোমরা এই দোয়া করো, হে আল্লাহ্! আমরা তোমার কাছে সেই কল্যাণের প্রত্যাশী, যে কল্যাণের প্রত্যাশী ছিল তোমার নবী মুহাম্মদ (সা.)। আর আমরা প্রত্যেক সেই অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা থেকে তোমার নবী মুহাম্মদ (সা.) তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। আর সত্যিকার সাহায্যকারী তুমিই তাই তোমার কাছেই আমরা সাহায্য যাচনা করি। আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া না আমরা পুণ্য করার শক্তি রাখি আর না-ই শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার শক্তি-সামর্থ্য রাখি।**

এরপর হুযূর (আই.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় মনোহর দোয়ার উল্লেখ করেন, যা তিনি নিজে করতেন এবং তাঁর সাহাবীদেরকেও বিভিন্ন সময় পাঠ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এরমধ্যে একটি দোয়া তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে শিখিয়েছেন আর সেটি হলো,

'হে আমার প্রভু, কৃপাশীল খোদা! আমি তোমার এক অযোগ্য সৃষ্টি, দুরন্ত পাপী এবং উদাসীন। তুমি আমার হাতে অন্যায়ের পর অন্যায় হতে দেখেছ কিন্তু তোমার পক্ষ থেকে তুমি অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করেছ। তুমি আমাকে পাপের পর পাপ করতে দেখেছ আর পুরস্কারের পর পুরস্কার দিয়েছ। তুমি সদা আমার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রেখেছ এবং আমাকে তোমার অগণিত পুরস্কারে ভূষিত করেছ। আমি অনুরোধ করছি এ অধম ও পাপীর প্রতি পুনরায় সদয় হও এবং তার অযোগ্যতা ও অকৃতজ্ঞতাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো। তুমি দয়াপরবশ হয়ে আমার এ দুঃখ থেকে আমাকে উদ্ধার করো, কেননা তুমি ব্যতীত অন্য কোনো পরিত্রাতা নেই।'

হযরত মসীহ্ মওউদ (আই.) বলেন, নামাযে মনোযোগ সৃষ্টির জন্য খোদা তা'লার নিকট এই দোয়া করা উচিত। **"হে খোদা! হে সর্বশক্তিমান এবং মহা প্রতাপান্বিত খোদা! আমি পাপী বান্দা আর আমার পাপের বিষ আমার হৃদয় এবং আমার শিরা-উপশিরায় এতটা প্রভাব বিস্তার করেছে যে, আমার নামাযে ভাবাবেগ এবং মনোযোগ নিবদ্ধ হয় না। তুমি তোমার কৃপা ও দয়ায় আমার পাপ ক্ষমা করো এবং আমার দোষত্রুটি মার্জনা করো আর আমার হৃদয় বিগলিত করো এবং আমার হৃদয়ে তোমার মাহাত্ম্য এবং তোমার ভয় আর তোমার ভালোবাসা সৃষ্টি করে দাও যেন এর মাধ্যমে আমার হৃদয়ের কাঠিন্য দূর হয়ে নামাযে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়।"**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর একজন সাহাবী হযরত নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব (রা.)-কে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এই দোয়া করুন, **" হে বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক! তোমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করে আমি (শেষ) করতে পারব না। তুমি পরম করুণাময় ও দয়ালু। আমার প্রতি তুমি সীমাহীন কৃপা করেছ। আমার পাপ মার্জনা করো যেন আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত না হই। আমার অন্তরে তোমার বিশুদ্ধ ভালোবাসা সৃষ্টি করো যেন আমি নবজীবন লাভ করি। আমার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখো এবং আমাকে দিয়ে এমন কাজ করাও যদ্বারা তুমি সন্তুষ্ট হবে। আমি তোমার দয়ার দোহাই দিয়ে তোমার ক্রোধে নিপতিত হওয়া থেকে আশ্রয়প্রার্থনা করছি। দয়া করো আর ইহ ও পরকালীন বিপদাপদ থেকে আমাকে রক্ষা করো, কেননা সকল কল্যাণ ও কৃপা তোমারই হাতে রয়েছে, আমীন।**

এরপর হুযূর (আই.) দোয়া কবুল হওয়ার জন্য বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, **'দরূদ শরীফ ব্যতিরেকে আমাদের দোয়াসমূহ মধ্যাকাশে ঝুলে থাকে। খোদা তা'লার নিকট পৌঁছায় না।'** এরপর হুযূর (আই.) দরূদ শরীফ পাঠ করেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

খুতবার শেষদিকে হুযুর (আই.) বলেন, 'আমাদের এসব দোয়া পাঠ করার অভ্যাস করা উচিত। খোদা তা'লা আমাদেরকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে এসব দোয়া পাঠ করার তৌফিক দান করুন। রোযার কল্যাণরাজি সর্বদা বহমান থাকার জন্যও দোয়া করতে থাকুন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে মানার কারণে যারা নির্যাতিত ও কারাবন্দী রয়েছেন তাদের বন্দীদশা থেকে মুক্তির জন্যও বেশি বেশি দোয়া করুন। বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। এ যুদ্ধের কুফল থেকে সমস্ত বিশ্ব ও মানব সভ্যতার পরিত্রাণের জন্য এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের সুরক্ষা এবং বিশ্বনেতৃবৃন্দের বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হওয়ার জন্যও বেশি বেশি দোয়া করতে থাকুন।'

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)